রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ১১, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ আশ্বিন ১৪১৩/৮ অক্টোবর ২০০৬

এস, আর, ও নং ২৩৮-আইন/২০০৬।—Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976) এর section 109 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই বিধিমালা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "উপ-পুলিশ কমিশনার" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার এবং, ক্ষেত্রমত, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) "কমিশনার" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার;

(গ) "সহকারী পুলিশ কমিশনার" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার।

৩। **ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার ও তদূর্ধ্ব পদে নিয়োগ**।—বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ) ক্যাডারের সদস্যগণের মধ্য হইতে Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976) এর section 7 এর বিধান অনুসারে সহকারী কমিশনার এবং তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার পদে সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হইবে এবং সরকার কর্তৃক উক্ত কর্মকর্তাগণের জ্যেষ্ঠতার তালিকা সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা হইবে।

মূল্য : টাকা ৪.০০

৪। **ইন্সপেক্টরগণের জ্যেষ্ঠতার তালিকা।**—ইন্সপেক্টরগণের জ্যেষ্ঠতার সাধারণ তালিকার অংশ হিসেবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত ইন্সপেক্টরগণের জ্যেষ্ঠতার তালিকা পুলিশ সদর দপ্তরে সংরক্ষণ করিবে এবং উহার অনুরূপ একটি তালিকা কমিশনার অফিসেও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৫। **সাব-ইন্সপেক্টর এবং সার্জেন্টগণের জ্যেষ্ঠতার তালিকা।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর এবং সার্জেন্টগণের জ্যেষ্ঠতার তালিকা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সেন্ট্রাল রিজার্ভ অফিসে পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬। **সাব-ইন্সপেক্টর এবং সার্জেন্ট পদমর্যাদার নিম্নের কর্মকর্তাগণের অনুমোদিত তালিকা।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনষ্টেবল (সশস্ত্র, নিরস্ত্র, শহর ও ট্রাফিক শাখা) নায়েক এবং কনষ্টেবলগণের অনুমোদিত তালিকা সেন্ট্রাল রিজার্ভ অফিসে পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং অনুমোদিত তালিকার মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পরবর্তী উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি প্রদান করিতে হইবে।

৭। **ডিভিশন।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন থানা, পুলিশ বক্স অথবা ইউনিটের নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের জন্য প্রকৃতপক্ষে কতজন কর্মকর্তা ও লোকবলের প্রয়োজন হইবে এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ অফিস কর্তৃক, সময় সময়, প্রকাশিত স্থায়ী ফোর্স অনুমোদনের ক্ষেত্রে কত জনকে দৈনন্দিন রিজার্ভ দেখানো হইয়াছে উহার উপর ভিত্তি করিয়া ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করা হইবে, তবে প্রত্যেক ডিভিশনের উর্ধ্বতন এবং অধঃস্তন কর্মকর্তার সংখ্যা যতদূর সম্ভব সমানুপাতিক হইতে হইবে।

৮। **প্রশিক্ষণকালীন ও দৈনন্দিন রিজার্ভ ফোর্স।**—(১) নিরস্ত্র শাখার মোট অনুমোদিত ইন্সপেক্টর এবং সাব-ইন্সপেক্টরের মধ্যে পদের শতকরা পনের ভাগ সাব-ইন্সপেক্টরকে ছুটি এবং অসুস্থতা জনিত শূন্যতার জন্য রিজার্ভ রাখিতে হইবে এবং ইহা ছাড়াও অনুমোদিত প্রশিক্ষণ রিজার্ভ পদ রাখিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক সাব-ইন্সপেক্টর পুলিশ একাডেমী অথবা অন্য যে কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কিংবা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন নিয়মিত শাখায় বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষানবিস হিসাবে থাকিতে পারে।

(২) শহর এবং ট্রাফিক শাখার মোট অনুমোদিত ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, পেট্রোল ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট এবং টাউন সাব-ইন্সপেক্টর পদের শতকরা পনের ভাগ সার্জেন্ট এবং টাউন সাব-ইন্সপেক্টরকে ছুটি এবং অসুস্থতাজনিত শূন্যতার জন্য রিজার্ভ রাখিতে হইবে এবং ইহা ছাড়াও অনুমোদিত প্রশিক্ষণ রিজার্ভ পদ রাখিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক সার্জেন্ট এবং টাউন সাব-ইন্সপেক্টর পুলিশ একাডেমী অথবা অন্য যে কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কিংবা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন নিয়মিত শাখায় বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষানবিস হিসাবে থাকিতে পারে।

(৩) নিরস্ত্র শাখার মোট অনুমোদিত এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, প্রধান কনষ্টেবল, এবং কনষ্টেবল পদের মোট সংখ্যার শতকরা বিশ ভাগকে ছুটি এবং অসুস্থতাজনিত শূন্যতার জন্য রিজার্ভ রাখিতে হইবে।

(৪) সশস্ত্র শাখার মোট ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, প্রধান কনষ্টেবল, নায়েক এবং কনষ্টেবল পদের মোট সংখ্যার শতকরা বিশ ভাগকে ছুটি এবং অসুস্থতা জনিত শূন্যতার জন্য রিজার্ভ রাখিতে হইবে।

৯। **নির্দেশ ব্যতীত ডিভিশনাল ফোর্সের বিন্যাস পরির্বতন নিষেধ।**—কমিশনারের নির্দেশ ব্যতীত ডিভিশনের উপ-পুলিশ কমিশনার তাহার এখতিয়ারাধীন কোন ইউনিটের জন্য বরাদ্দকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা স্থায়ীভাবে পরিবর্তন অথবা স্থায়ী পদের পুলিশ সদস্যদের নূতন ধরণের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন না।

১০। **বিশেষ দায়িত্বের জন্য অতিরিক্ত ফোর্স।**—উপ-পুলিশ কমিশনার নূতন স্থায়ী বা আবর্তক ধরণের দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণের প্রয়োজন মনে করিলে এবং বিদ্যমান ব্যবস্থায় উক্তরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণের ব্যবস্থা না থাকিলে সেক্ষেত্রে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর) কে অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স প্রদানের জন্য রিপোর্ট করিবেন এবং বিষয়টি অতি জরুরী হইলে কমিশনারের অনুমোদন লইয়া তিনি উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন এলাকার আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব অস্থায়ীভাবে সশস্ত্র বা নিরস্ত্র পুলিশকে প্রদান করা যাইবে।

১১। **স্থায়ী পুলিশ পাহারা এবং উহার ব্যয়।**—(১) বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত গার্ডদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় পুলিশ বাজেটে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী পুলিশ পাহারা মোতায়েনের ক্ষেত্রে তাহাদের ভরণপোষণের জন্য সরকারের নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ থাকিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত পাহারা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যয়কৃত খরচ প্রত্যেক অর্থ-বছরের শেষে কম্পট্রোলার অব সিভিল একাউন্টস হইতে প্রদান করিতে হইবে এবং উহা বাংলাদেশ পুলিশের হিসাবের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

(৪) সরকারের অনুমোদন ব্যতীত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় স্থায়ী পুলিশ পাহারা মোতায়েন করা যাইবে না।

১২। **অস্থায়ী পুলিশ পাহারা।**—(১) কোন সরকারী, আধা-সরকারী, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে, কমিশনার প্রয়োজনীয়তা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ফোর্সের পর্যাপ্ততা বিবেচনা করিয়া অস্থায়ী পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(২) বেসরকারী বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী পুলিশ পাহারা প্রদানের ক্ষেত্রে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের হেডকোয়ার্টার্স ডিভিশন বিধি মোতাবেক নির্ধারিত চার্জ আদায় করিবে,তবে সংবিধিবদ্ধ সরকারি বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে পাহারা প্রদানের জন্য কোন চার্জ আদায় করা যাইবে না।

১৩। **বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স।**—নিম্নবর্ণিত নীতিসমূহ বিবেচনায় রাখিয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজন ব্যতীত বা যে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আইনী প্রক্রিয়ায় কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন সম্ভব সেক্ষেত্রে কোন অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স নিযুক্ত করা যাইবে না;

(খ) ব্যক্তিবর্গের বিরোধের কারণে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবতি ঘটিয়া থাকিলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ঐ এলাকায় শান্তি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স নিযুক্ত করা হয় হইলে, কোন বেসরকারী ব্যক্তির নিকট হইতে, কোন চার্জ আদায় করা যাইবে না;

(গ) কোন বিরোধ ব্যতীত ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স প্রদান করা হইলে উহার জন্য চার্জ আদায় করা যাইবে, যেমনঃ নিরাপদে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অর্থ বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী পরিবহনের জন্য পুলিশ প্রটেকশন গ্রহণ;

(ঘ) অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স মোতায়েনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত প্রতিকার লাভে মোতায়েনযোগ্য অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্সের সামর্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

১৪। **অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স প্রত্যাহার।**—(১) কমিশনার উপযুক্ত মনে করিলে যে কোন সময় বেসরকারি নিরাপত্তা বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য মোতায়েনকৃত অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) যে ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তি উক্ত ফোর্স প্রত্যাহারের লিখিত অনুরোধ করিলে , কমিশনার উক্ত ফোর্স প্রত্যাহার করিবেন এবং প্রদেয় চার্জ প্রদান হইতে অব্যাহতির আবেদন করিলে কমিশনার তাহাকে প্রদেয় চার্জ প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১৫। **অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্সের জন্য খরচ।**—অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্সের জন্য ব্যয় বিধি ১১ অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

১৬। **সংস্থার কাঠামো হ্রাসকরণ।**—(১) সরকার সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে তদানুসারে অনতিবিলম্বে সংস্থার (establishment) সাংগঠনিক কাঠামোহ্রাস করিতে হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক পুনরায় মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হইলে অস্থায়ী সংস্থার (temporary establishment) অতিরিক্ত কাঠামো উহার মেয়াদান্তে বিলুপ্ত হইবে।

১৭। **অস্থায়ী অতিরিক্ত সাংগঠনিক কাঠামো নবায়ন।**—অস্থায়ী অতিরিক্ত সাংগঠনিক কাঠামো নবায়নের জন্য উহার মেয়াদপূর্তির কমপক্ষে দুই মাস পূর্বে সরকারী অনুমোদনের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

১৮। **অস্থায়ী অতিরিক্ত সাংগঠনিক কাঠামো সংরক্ষণ।**— কোন অবস্থাতেই নূতন অনুমোদন গ্রহণ না করিয়া অস্থায়ী অতিরিক্ত সাংগঠনিক কাঠামো সংরক্ষণ করা যাইবে না এবং অনুরূপভাবে সরকাররের অনুমোদন ব্যতীত কোন অস্থায়ী অতিরিক্ত সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টিও করা যাইবে না।

১৯। **ডিভিশন হইতে কর্মকর্তা প্রত্যাহারে কমিশনারের ক্ষমতা।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যে কোন থানা অথবা বিশেষ জরুরী দায়িত্ব পালনের জন্য যে কোন ডিভিশনের অধঃস্তন পদের সকলকে অথবা অংশ বিশেষকে প্রত্যাহার করিয়া ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্য কোন থানা কিংবা অন্য ডিভিশনে বদলি করিবার পূর্ণ ক্ষমতা কমিশনারের থাকিবে, তবে অতিরিক্ত পুলিশের সংস্থান না করিয়া হঠাৎ করিয়া উহা করা যাইবে না।

২০। **সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ।**—কমিশনার তাহার নিজস্ব ক্ষমতাবলে, জরুরী প্রয়োজনে, যেরূপ মেয়াদের জন্য তিনি প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ মেয়াদের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার নিয়মিত পুলিশ ফোর্সকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য অস্থায়ীভাবে সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন মনে করিলে, সদর দপ্তরের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়োগের শর্তাবলী, বেতন এবং পারিতোষিকসহ অন্যান্য সুবিধাদি নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

২১। **সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ইত্যাদি।**—(১) সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তাগণ যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা বা কষ্টকর অবস্থায় নিপতিত না হয় সেইজন্য সকল ধরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) আইনের মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে উহার অতিরিক্ত কোন কার্য সম্পাদন করিবার জন্য তাহাদের নির্দেশ প্রদান করা যাইবে না।

(৩) সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তাদের উত্তম প্রকৃতির কার্যে নিয়োগ করিতে হইবে এবং ঝামেলাপূর্ণ, বিরক্তিকর বা অযৌক্তিক কোন কাজে তাহাদিগকে নিয়োজিত করা যাইবে না।

(৪) সহায়ক পুলিশের পদকে কোনভাবেই ঝামেলাপূর্ণ ও অসম্মানজনক কাজের সহিত জড়িত করা যাইবে না।

(৫) সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তার পদকে সম্মানজনক চাকুরী হিসেবে বিবেচনা করিতে হইবে যেন গণমানুষের শান্তি রক্ষার্থে তাহারা উক্ত পদে নিয়োজিত হইতে উৎসাহী হন।

(৬) সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিধান সাধারণতঃ সহনীয় পর্যায়ের হইতে হইবে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য অপমানজনক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিরক্তিকর হইতে পারে এইরূপ কোন কিছু করা যাইবে না, যেমনঃ শরীর চর্চা, শারীরিক কসরত, ড্রীল কিংবা ইন্সপেক্টর পদের নিম্নের কোন কর্মকর্তাকে স্যালুট দেওয়া এবং প্যারেড ও পুলিশ স্টেশনে থাকার প্রয়োজন হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন কাহারো কষ্ট না হয়।

(৭) সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তাদের সকল সময় ইউনিফর্ম পরিধান করিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে তাহারা বিশেষ ব্যাজ যেমন, লাল অথবা গাঢ় নীল বাহু-বন্ধন (armlet) ব্যবহার করিবে এবং কোন প্রকার বেল্ট ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে না।

২২। **সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর তালিকা।**—(১) প্রতি বৎসর জুলাই মাসের প্রথমার্ধে উক্ত বৎসরের পহেলা জুলাই পর্যন্ত স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সার-সংক্ষেপসহ বিডি ফরম নং ২৪৪০ অনুসারে অফিস প্রধান কর্তৃক প্রস্তুত করিয়া উপ-পুলিশ কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স) এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং তিনি উহা পরীক্ষা করিয়া ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি সমন্বিত বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং কমিশনারের অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহা বাংলাদেশ পুলিশের সদর দপ্তরে অগ্রবর্তী করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বিবরণ প্রেরণ করিবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক অফিস প্রধানকে সকল অনুমোদিত পদের কর্মকর্তার বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত বিবরণ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সার্ভিস বুকের সহিত পরীক্ষা করিতে হইবে এবং "সার্ভিস বুকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং সঠিক পাওয়া গেল" মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী
উপ- সচিব(পুলিশ)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।